IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

বিশ্বায়নের জোয়ারে সমাজ ও সংস্কৃতির অবস্থান

[1]Shakya Sinha, [2]Suman Mandal

[1]State Aided College Teacher, [2] State Aided College Teacher

[1]Department of Geography, [2] Department of Education

[1]Kandi Raj College, [2] Nabagram ACK College, Murshidabad, India

Abstract:

বর্তমান সময়ে সমাজ, সংস্কৃতি ও বিশ্বায়নের সম্পর্ক ভীষণভাবে সম্পৃক্ত। বিশ্বায়ন হলো একটি পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া যা দেশ, কাল, সময়সীমা অতিক্রম করে সমগ্র বিশ্ব-সমাজ ও সংস্কৃতিকে একটি কেন্দ্রে কেন্দ্রীভূত করেছে। বিশ্বায়নের প্রভাবে মানবসমাজের বা সামাজিক কাঠামো ও সংস্কৃতির মধ্যে গড়ে উঠেছে আন্তঃনির্ভরশীলতা। বিশ্বায়ন মূলত সমগ্র বিশ্বের প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, বাণিজ্যিক ও আর্থিক উন্নয়ন এবং সামাজিক পরিবর্তনের সাথে ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত। সমাজ ও সংস্কৃতি প্রভাবিত বিশ্বায়নের বিভিন্ন উপাদান যেমন - সাংস্কৃতিক সমজাতকরণ, সাংস্কৃতিক সংকরায়ন, সর্বজনগ্রাহ্য একক ভাষা, সাংস্কৃতিক শিল্প, সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ, সাংস্কৃতিক বৈষম্য, সামাজিক পরিবর্তন প্রভৃতির মাধ্যমে অধুনা সমাজে একটি নতুন আদর্শ, মানদণ্ড এবং প্রথার সৃষ্টি করে চলেছে প্রতিনিয়ত।

সমাজ সংস্কৃতির এই সম্প্রসারণ ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই বিশ্বায়ন, বিশ্ব সমাজ-সাংস্কৃতিক ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে পৃথিবীর বিভিন্ন সমাজ সংস্কৃতির মধ্যে একটি আন্তঃসম্পর্কের মধ্য দিয়ে সংযোগ গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় সতত স্বয়ংক্রিয় ভূমিকা পালন করে চলেছে। "বিশ্বায়নের জোয়ারে সমাজ ও সংস্কৃতির অবস্থান" শীর্ষক আলোচনায় এই সামগ্রিক বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

Keywords: বিশ্বায়ন, সমাজ, সংস্কৃতি, সমজাতকরণ, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য, সাংস্কৃতিক বৈষম্য, সাংস্কৃতিক সংকরায়ন, সমন্বয়বাদ, সাম্রাজ্যবাদ।

ভূমিকা (Introduction):

বর্তমান বিশ্বের সমাজ ও সভ্যতায় বিশ্বায়ন একটি অতি পরিচিত শব্দ বা ধারণা। বিশ্বায়নের পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া দেশ কাল সময়ের সীমা অতিক্রম করে সমগ্র বিশ্বকে একটি কেন্দ্রবিন্দুতে আবদ্ধ করেছে। পশ্চিমীকরণ, আধুনিকীকরণ প্রভৃতি প্রক্রিয়ার সীমাবদ্ধতা ও সংকীর্ণতা অতিক্রম করে বিশ্বায়ন তার প্রক্রিয়াগত বা আক্ষরিক শব্দগত ব্যপ্তিতে বিস্তার লাভ করেছে এবং পৃথিবীর প্রত্যেক সভ্যতার সমাজ সংস্কৃতির মতোই ভারতীয় সমাজ সংস্কৃতিতেও প্রভাব বিস্তার করেছে। ১৯৩০ এর দশকে ইংরাজি সাহিত্যে বিশ্বায়নের ধারণাটি সীমিত অর্থে প্রাথমিকভাবে ব্যবহৃত হয় এবং এরপর ১৯৬০ এর দশকে ফরাসি অর্থনীতিবিদ পেরোক্স তাঁর রচনায় "Mondialization" নামক একটি নতুন শব্দ ব্যবহার করেন, যার আক্ষরিক অর্থ হল "Worldization", যা

আধুনিক "Globalization" বা বিশ্বায়নকেই নির্দেশ করে। সমাজতত্ত্ববিদ থিওডোর লেভিট এর হাত ধরেই বিশ্বায়নের ধারণা, ক্রমে বিশেষ প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়ে ওঠে।

বিশ্বায়ন হলো এমন একটি পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া, যার সহায়তায় বিশ্বব্যাপী একটি সামাজিক নির্ভরশীলতা সৃষ্টি হয়। বিশ্বায়নের সম্প্রসারণ এবং বহুত্ব প্রাপ্তির মধ্য দিয়ে বিশ্বব্যাপী ঘটনা প্রবাহের একত্রীকরণ, পারস্পরিক নির্ভরযোগ্যতা, উন্নত সামাজিকীকরণের বিকাশ ঘটে। পরিনামে কৃষি, শিল্প, সমাজ, সংস্কৃতির পারস্পারিক আন্তনির্ভরশীলতার বিকাশ ঘটে।

ভারতবর্ষ বিশ্বের অন্যতম জনবহুল এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যময় দেশ হিসেবে পরিগণিত। বর্তমান ভারতীয় সমাজ এবং সংস্কৃতিতে বিশ্বায়নের প্রভাব প্রায় সর্বতোভাবে পরিলক্ষিত হয়। "বিশ্বায়নের জোয়ারে সমাজ ও সংস্কৃতির অবস্থান" শীর্ষক আলোচনায় সমাজ ও সংস্কৃতির উপর বিশ্বায়নের সুনির্দিষ্ট প্রভাব সমূহের সন্ধান করা হয়েছে। মূলত বহুজাতিক সমাজ-সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্রের মধ্যে কিভাবে সংস্কৃতিক সংকরায়ন এবং সমন্বয়বাদের বিকাশ ঘটেছে এবং তার সমস্যা সমূহ ইত্যাদি এই আলোচনায় উঠে এসেছে। এখানে আরো অন্বেষণ করা হয়েছে বিশ্বায়ন কিভাবে ভাষা, সাংস্কৃতিক শিল্প,সংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ তথা সামাজিক পরিবর্তন ও পরিচয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে এবং ঐ ক্ষেত্র গুলির সমস্যা সমূহ ও তার প্রতিকারের ব্যবস্থাসমূহ। এছাড়াও ঐতিহ্যগত অভ্যাস, রীতিনীতি, সামাজিক অসাম্যতা, সাংস্কৃতিক প্রভাবের প্রতিরোধ ও সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনে বিশ্বায়নের প্রভাব এই আলোচনায় উঠে এসেছে। আলোচনার বিষয় হিসেবে বিশ্বায়নের উপর বিভিন্ন নীতির প্রভাব সমূহ তথা সমাজ সংস্কৃতির প্রবণতার নিরিখে প্রতিরোধ ও প্রতিকারের বিষয় সমূহ "বিশ্বায়নের জোয়ারে সমাজ ও সংস্কৃতির অবস্থান" এই শীর্ষক আলোচনার অন্যতম বিষয়বস্তু।

সাংস্কৃতিক সমজাতকরণ ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য (Cultural Homogenization and Cultural Diversity):

বিশ্বায়নে, গণমাধ্যম এবং অর্থনৈতিক একত্রীকরণের কারণে বিভিন্ন সংস্কৃতির বিভেদ ও বৈচিত্র্য হ্রাস পায় এবং সংস্কৃতি আরো বেশি একে অপরের অনুরূপ হয়ে ওঠে, এই প্রক্রিয়ায় হল সাংস্কৃতিক সমজাতকরণ। এটি অনন্য সাংস্কৃতিক অনুশীলন, যা ভাষা এবং সমাজের প্রাচীন ঐতিহ্যের বিলুপ্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অর্থাৎ প্রাচীন স্থানীয় ঐতিহ্য বর্জন করে, বিশ্ববন্দিত জনপ্রিয় ঐতিহ্যগুলিকে গ্রহণ করা। বিশ্বের বিভিন্ন অংশে KFC, ডোমিনজ, ম্যাকডোনাল্ড এর মত বিভিন্ন ফাস্টফুডের জনপ্রিয়তার বিস্তার, খাদ্যাভ্যাসকে একজাতকরণের দিকে পরিচালনা করছে। সমাজের অধিকাংশ মানুষ স্ব- ঐতিহ্য ভুলে, নিত্যনতুন আধুনিক খাদ্যাভাসে অভিযোজিত হচ্ছে।

অন্যদিকে, বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক পরিচয়, ঐতিহ্য এবং অনুশীলনের অস্তিত্বই হল সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য। এটি প্রতিটি সংস্কৃতির সমৃদ্ধি এবং স্বকীয়তাকে প্রকাশ করে। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের ওপর জোর দেয়, যা সাংস্কৃতিক সমজাতকরণের সম্পূর্ণ বিপরীত। ভারতবর্ষের দীপাবলি উদযাপন, ব্রাজিলের কার্নিভালের মত উৎসব গুলি, বিশ্ব জুড়ে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বৈচিত্র্য কে তুলে ধরে। এই নানা উদযাপনগুলি অনন্য রীতিনীতি, খাদ্যাভ্যাস, সঙ্গীত এবং প্রতিটি সংস্কৃতির জন্য বাহারি পোশাক পরিধান; বিশ্বব্যাপী সংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে সমৃদ্ধ করে।

সাংস্কৃতিক সংকরায়ন ও সমন্বয়বাদ (Cultural Hybridization and Syncretism):

সংস্কৃতিক সংকরায়নকে সাংস্কৃতিক মিশ্রণও বলা হয়। নতুন সাংস্কৃতিক রূপ, অনুশীলন বা পরিচয় তৈরি করতে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উপাদানের মিশ্রণে এটি ঘটে থাকে। যখন ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির মানুষ ঔপনিবেশায়ন, বাণিজ্য বা অর্থনৈতিক লেনদেনের কারণে, একে অপরের সংস্পর্শে আসে; তখন সাংস্কৃতিক সংকরায়ন ঘটে। সংস্কৃতিক সংকরায়নের ফলে হাইব্রিড সংস্কৃতি তথা মিশ্র সংস্কৃতির উত্থান ঘটে, যা একাধিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে একত্রিত করে। বিভিন্ন দেশ-বিদেশের রেস্তোরাঁগুলির রন্ধনশৈলী লক্ষ্য করলে দেখা যায়, তারা বিভিন্ন রন্ধন সম্পর্কীয় ঐতিহ্যের উপাদান গুলির মিশ্রণ ঘটিয়ে নতুন রূপদান করেছে। যেমন, টেক্সাস এবং

মেক্সিকোর খাবারের উপাদানগুলিকে একত্রিত করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, Tex-Mex রন্ধন প্রণালী বিপুল জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। আবার বর্তমানে ভারতের একটি জনপ্রিয় খাদ্য - ভারতীয়-টেক্স-মেক্স চিলি চিকেন। মেক্সিকান চিলি ব্যবহার করে, ভারতীয় পদ্ধতিতে রন্ধন মাংস রন্ধণের একটি প্রকৌশল।

অন্যদিকে, সমন্বয়বাদ হল বিভিন্ন বিশ্বাস, মতাদর্শ বা ধর্মীয় অনুশীলনের একত্রীকরণ যা একটি নতুন সমন্বয়মূলক বিশ্বাস বা ধর্মীয় ঐতিহ্য গঠন করে। স্বতন্ত্র ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক অনুশীলনের সংস্কৃতিগুলি একে অপরের সংস্পর্শে আসে এবং তাদের মূল বিশ্বাস বজায় রেখে, একে অপরের থেকে আকর্ষণীয় বিশ্বাসগুলি গ্রহণ করে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। বর্তমান ভারতবর্ষে ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণার নিরিখে বলা যেতে পারে ভারতে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষ বসবাস করলেও, সৌভাতৃত্ববোধের বিকাশের দ্বারা প্রত্যেক ভারতবাসী নিজ নিজ ধর্ম পালনের সাথে, অন্যান্য ভিন্ন ধর্মীয় উৎসবে অতি উৎসাহে যোগদান করে। যেমন, বড়দিন মূলত খ্রিস্টান উৎসব, কিন্তু বর্তমানে প্রায় সমগ্র বিশ্বকেই এই বড়দিন উৎসব অতি সমারোহে উদযাপন করতে দেখা যায়।

ভাষার ওপর প্রভাব (Impact on language):

বিশ্বায়নে ভাষার উপর উল্লেখযোগ্য ভাবে ইতিবাচক এবং নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। কিছু ইতিবাচক এবং নেতিবাচক দিক আলোচনা করলে এই ধারণা পরিস্কার হবে, যেমন -

১. ইংরেজি ভাষার বিস্তার: আন্তর্জাতিক যোগসূত্র, প্রযুক্তি, বিজ্ঞান, বিনোদনে ব্যাপক ব্যবহারের কারণে ইংরেজি ভাষা বিশ্বায়নের প্রধান ও অন্যতম ভাষা হিসাবে পরিচিত হয়ে উঠেছে। ফলস্বরূপ বিশ্বের অনেক মানুষ মাতৃভাষার পাশাপাশি দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে ইংরেজি ভাষার শিক্ষাও গ্রহণ করতে উদ্যোগী হয়ে উঠেছে। এটি প্রায়শই স্থানীয় ভাষার ভাষাভাষীদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র যেমন, শিক্ষা এবং কর্মক্ষেত্রেও যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে প্রাধান্য লাভ করেছে আর ভারতবর্ষে বর্তমানে ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষার (English Medium Education) বিস্তার, এর অন্যতম কারণ।

২. ভাষা স্থানান্তর: বিশ্বায়ন ভাষার গাঠনিক পরিবর্তনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে ক্রমাগত। যেখানে আদিবাসী ভাষার ভাষাভাষীরা সংখ্যালঘু, সেখানে সংখ্যাগুরু গোষ্ঠীর ব্যবহৃত ভাষার ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং সংখ্যালঘু ভাষা সম্প্রদায়ের মানুষ তাদের মাতৃভাষা ত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছে। এর ফলে ভাষাগত বৈচিত্র্য এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বিরাট ক্ষতি সাধিত হয়, কারণ ঐতিহ্যগতভাবে ভাষা গুলি বিপন্ন ও বিলুপ্ত হতে থাকে।

৩. কোড সুইচিং এবং হাইব্রিড ভাষা: বিশ্বায়ন, আমাদের ভাষা ব্যবহারের রীতিকে মিশ্র ভাষা তথা হাইব্রিড ভাষা এবং কোড সুইচিং এর দিকে পরিচালিত করছে। যেখানে বক্তারা তাদের বক্তব্যে একাধিক ভাষার শব্দ বন্ধনকে অন্তর্ভুক্ত করে। যেমন, ইংরেজি ভাষাতে সংস্কৃত ভাষার অনুপ্রবেশ; একইভাবে বাংলা ভাষায় আরবি, ফারসি, পর্তুগিজ ভাষার অনুপ্রবেশ।

৪. ভাষা সংরক্ষণের প্রচেষ্টা: ইতিবাচক দিক থেকে বিশ্বায়ন ভাষাগত বৈচিত্র্য এবং সংখ্যালঘু ভাষা সংরক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করেছে। বিপন্ন ভাষাগুলিকে পুনর্জীবিত করার প্রচেষ্টা এবং ভাষা সংরক্ষণের উদ্যোগগুলিকে বিশ্বায়নের মাধ্যমে প্রচার করা হয়েছে, কারণ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি বিশ্বব্যাপী সাংস্কৃতিক সমজাতকরণের মুখে তাদের নিজস্ব ভাষাগত ঐতিহ্য বজায় রাখার মূল্য অনুধাবন করেছে, ফলস্বরূপ ভারতীয় অলচিকি, গাড়ো, খাসি ইত্যাদি সংখ্যালঘু ভাষা গোষ্ঠীর আঞ্চলিক প্রাধান্য গড়ে তুলতে বিভিন্ন প্রচেষ্টা করা হচ্ছে।

সর্বজনগ্রাহ্য একটি ভাষা বিশ্বব্যাপী যোগাযোগ এবং সাংস্কৃতিক বিনিময়কে সহজতর করে, আবার পরোক্ষভাবে ভাষাগত বৈচিত্রের জন্য প্রতিকূলতাও তৈরি করে।

সাংস্কৃতিক শিল্প এবং বিশ্বায়ন (Cultural Industries & Globalisation):

সাংস্কৃতিক শিল্প বলতে মূলত বিনোদন শিল্পের সঙ্গে যুক্ত বিষয় সমূহ যেমন- সংগীত, চলচ্চিত্র, টেলিভিশন, প্রকাশনা, ফ্যাশন এবং ডিজিটাল মিডিয়াসহ সাংস্কৃতিক পণ্য এবং পরিষেবা গুলির সাথে যুক্ত অর্থনীতির বিভাগ গুলোকে বোঝানো হয়। বিশ্বায়ন সাংস্কৃতিক শিল্পকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে এবং বিশ্বব্যাপী উৎপাদন, বন্টন, ভোগ এবং সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তিকে একটি সম্মিলিত সামগ্রিক আকার দিয়েছে।

১. বাজার সম্প্রসারণ: বিশ্বায়ন সাংস্কৃতিক পণ্যের জন্য নতুন বাজার উন্মুক্ত করেছে, বিশ্বব্যাপী বাজার সম্প্রসারণ এর কারণে উৎপাদক সংস্থাগুলিকে সারা বিশ্বের দরবারে পৌঁছানোর সুযোগ করে দিয়েছে। যেমন চলচ্চিত্র জগতে ডাবিং পদ্ধতি দ্বারা, স্থানীয় ভাষাকে প্রাধান্য দিয়ে কোন চলচ্চিত্রকে বিশ্বব্যাপী গ্রহণযোগ্য গড়ে তোলা হয়, অর্থাৎ কোন এক দেশের স্থানীয় ভাষার চলচ্চিত্র, বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন ভাষায় ডাবিং করে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে এবং জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

২. সাংস্কৃতিক সমজাতকরণ: সম্ভাব্যভাবে বিশ্বব্যাপী সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তিকে একত্রিত করে, বিশ্বায়ন জনপ্রিয় সাংস্কৃতিক পণ্য এবং তার পদ্ধতির বিস্তার ঘটিয়েছে। যেমন বর্তমানে ভারতবর্ষের বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য যা বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে প্রসিদ্ধ লাভ করেছে।

৩. সাংস্কৃতিক সংকরায়ন: বিশ্বায়ন সংস্কৃতিক প্রভাবের আদান-প্রদান ও সংমিশ্রণ কে উৎসাহিত করে, যার ফলে সংকর সাংস্কৃতিক রূপের উদ্ভব হয়। যেমন পশ্চিমে সংগীতের বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয়তা অর্জন, আবার বিশ্বব্যাপী সংগীতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পশ্চিমা বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

৪. ডিজিটাল টান্সফরমেশন: বিশ্বায়ন অনলাইন প্লাটফর্ম এবং স্টিমিং পরিষেবার মাধ্যমে সাংস্কৃতিক বিষয়বস্তুর ডিজিটাল রূপদান করে তাকে সহজলভ্য করে তুলেছে। ইউটিউব, নেটফ্লিক্স, স্পটিফায়ের মতো প্লাটফর্ম গুলি বিশ্বব্যাপী, ব্যবহারকারীদের বিভিন্ন ধরনের চলচ্চিত্র, সংগীত, টিভি শো, সাক্ষাৎকার, বিভিন্ন বিনোদনমূলক পরিষেবা উপভোগ করার সুযোগ তৈরি করেছে।

৫. সংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের প্রতিকূলতা: বিশ্বায়ন বিশ্বজুড়ে সাংস্কৃতিক পণ্যের অভিগমন বৃদ্ধি করে, যা স্থানীয় এবং মূলনিবাসী সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তিকেও প্রান্তিক করতে পারে। যেমন ছোট প্রকাশক বা স্বাধীন ছোট চলচ্চিত্র নির্মাতাদের বিশ্বব্যাপী অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন মিডিয়া সমষ্টির সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য সংগ্রাম করে চলেছে।

সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ (Cultural Imperialism):

সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ হল এক সংস্কৃতির আধিপত্য এবং অন্য সংস্কৃতির ওপর তার ভাবনা চাপিয়ে দেওয়া। বিশ্বব্যাপী প্রভাবশালী সাংস্কৃতিক পণ্য, মূল্যবোধ এবং নিয়মাবলির বিস্তার কে সক্ষম করে; বিশ্বায়ন সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদকে সহজতর করে তোলে। বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে হলিউড সংস্কৃতির সাম্রাজ্যবাদ, একটি বিশিষ্ট উদাহরণ। আমেরিকান চলচ্চিত্র জগত তার বিপুল সম্পদ, বিশ্বব্যাপী নেটওয়ার্ক এবং শক্তিশালী বিপণন কৌশলের দ্বারা বিশ্বব্যাপী সাংস্কৃতিক পছন্দের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে। যেমন বর্তমানে পশ্চিমী সংস্কৃতির প্রভাবে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির ভাষা, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক ক্রমাগত পরিবর্তিত হয়ে চলেছে।

১. ভারতীয় চলচ্চিত্রে প্রভাব: হলিউড বিশ্বের সর্বাধিক জনপ্রিয় চলচ্চিত্র গুলির একটি বড় অংশ তৈরি করে, যেগুলি আন্তর্জাতিক স্তরে ব্যাপকভাবে ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জন করে। আর বর্তমান ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতে তার প্রত্যক্ষ প্রভাব হিসেবে কাহিনী, নির্মাণ, অভিনয়, প্রযুক্তির পরিবর্তন স্পষ্টতই লক্ষণীয়। অন্যতম উদাহরণ হিসেবে কাহিনী নির্মাণের ধারাবাহিকতার কথা এ বিষয়ে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

২. সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তির সমজাতকরণ: হলিউড চলচ্চিত্রের বিশ্বব্যাপী সাফল্য দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিশ্ব সংস্কৃতিকে অভিব্যক্তির একত্রীকরণের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। কারণ স্থানীয় চলচ্চিত্র নির্মাতারা এবং শিল্পীরা হলিউড স্টুডিও গুলির সম্পদ এবং নাগালের সাথে প্রতিযোগিতা করার জন্য অনুকরণকে প্রাধান্য দিয়ে চলেছে, এর ফলে বিশ্বব্যাপী জনসাধারণের জন্য উপলব্ধ সাংস্কৃতিক পণ্যের ক্ষেত্র সীমিত হচ্ছে। দর্শকের পছন্দকে গুরুত্ব দিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাতারা ব্যবসায়িক সাফল্যের দিকে তাকিয়ে শুধুমাত্র জনপ্রিয় বিষয়গুলির প্রতি চলচ্চিত্র নির্মাণে জোর দিচ্ছে; এই কারণেই বৈশ্বিক বৈচিত্র্যের ক্ষেত্র সীমিত হয়ে যাচ্ছে।

৩. জনগণের পছন্দের ওপর প্রভাব: বিশ্বব্যাপী চলচ্চিত্র শিল্পে হলিউডের আধিপত্য দর্শকের পছন্দ এবং বিনোদনের অভ্যাসকে প্রভাবিত করেছে। কারণ সারা বিশ্বের দর্শকরা সিনেমা, টেলিভিশন, বিভিন্ন স্ট্রিমিং প্লাটফর্ম এবং পণ্যদ্রব্যের মাধ্যমে পশ্চিমী সাংস্কৃতিক ধারার সাথে অভ্যস্ত হচ্ছে। যা স্থানীয় চলচ্চিত্র, শিল্প এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে প্রান্তিকতার দিকে নিয়ে যাচ্ছে, এটি অবশ্যই একটি বড় সমস্যা।

৪. প্রতিরোধ এবং সংকরকরণ: প্রভাবশালীর প্রভাব সত্ত্বেও সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ একমুখী প্রক্রিয়া নয়। স্থানীয় সংস্কৃতি গুলি প্রায়ই তাদের নিজস্ব পছন্দ এবং পরিচয় অনুসারে, আমদানিকৃত সাংস্কৃতিক রীতিগুলিকে প্রতিরোধ করে বা পরিবর্তিত করে। যেমন ভারত, দক্ষিণ কোরিয়ার মতো দেশগুলির চলচ্চিত্র নির্মাতারা প্রাণবন্ত স্থানীয় চলচ্চিত্র শিল্প গড়ে তুলছেন, যা দেশীয় গল্পের ঐতিহ্যের সাথে আন্তর্জাতিক প্রভাবের মিশ্রণ ঘটায় এবং অনন্য হাইব্রিড বা সংকর চিত্রনাট্য যুক্ত চলচ্চিত্রের অভিজ্ঞতা তৈরি করে।

সামাজিক পরিবর্তন এবং পরিচয় (Social Changes and Identity):

বিশ্বায়ন সামাজিক পরিবর্তন এবং পরিচয়ের উপর গভীর প্রভাব ফেলে। সামাজিক নাগরিক হিসাবে ব্যক্তিবর্গ কিভাবে বিশ্বে তাদের অবস্থান বুঝতে পারে, তাকেই প্রভাবিত করে থাকে বিশ্বায়ন।

➢ সামাজিক পরিবর্তনের উপর প্রভাব:

১. আন্তঃসংযোগ: বিশ্বায়ন বাণিজ্য, যোগাযোগ, ভ্রমণ এবং সাংস্কৃতিক বিনিময়ের মাধ্যমে সমাজের মধ্যে বৃহত্তর আন্তঃসংযোগ কে সহজতর করে তোলে। এটি একটি নির্দিষ্ট ধারণা, মূল্যবোধ এবং অনুশীলনের বিস্তার ঘটাতে সক্ষম যা মূলত বিশ্বব্যাপী সামাজিক পরিবর্তনকে উৎসাহিত করে থাকে।

২. আন্তর্জাতিক অভিব্যক্তির নির্মাণ: বিশ্বায়ন মানুষের ধারণা তথা রীতিনীতি এবং সম্পদের প্রতিষ্ঠায় আন্তর্জাতিক সামাজিক আন্দোলনকে সক্রিয় করে; যা প্রতিষ্ঠিত বিদ্যমান ক্ষমতা কাঠামো, নিয়ম এবং অসমতাকে রুখে সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখে। যেমন, বিশ্ব নারীবাদী আন্দোলনের বিভিন্ন পটভূমিতে সাধারণ ব্যক্তিবর্গকে সমন্বিত করে লিঙ্গ বৈষম্য নিরসন করে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছে সমগ্র বিশ্বে।

৩. প্রযুক্তিগত অগ্রগতি: প্রযুক্তির অগ্রগতি বিশেষ করে যোগাযোগ এবং তথ্যপ্রযুক্তিতে তথ্যের দ্রুত প্রসার, সামাজিক আন্দোলনের গতিশীলতা এবং ভার্চুয়াল সম্প্রদায় তৈরির মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করেছে বিশ্বায়ন। যেমন ফেসবুক, টুইটার (বর্তমানে এক্স হ্যান্ডেল), ইনস্টাগ্রাম এর মত সোশ্যাল মিডিয়াগুলি, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনোদনের পাশাপাশি সমাজের প্রতিবাদ সংগঠিত করে এবং সামাজিক সমস্যাগুলি সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে এবং প্রান্তিক কণ্ঠস্বরকে প্রসারিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

➢ পরিচয়ের উপর প্রভাব:

১. মিশ্র পরিচয় নির্মাণ: বিশ্বায়ন, মিশ্র পরিচয়ধারা বা হাইব্রিড আইডেন্টিটির উত্থানকে উৎসাহিত করে, কারণ সাধারণ মানুষ একাধিক সাংস্কৃতিক প্রভাব, ঐতিহ্য এবং সামাজিক প্রেক্ষাপটে আদর্শায়িত হয়। অভিবাসী এবং প্রবাসী সম্প্রদায়গুলি প্রায়শই নিজেদের পরিচয় নিয়ে আলোচনা করে; যা তাদের ঐতিহ্য, সংস্কৃতির উপাদান গুলিকে তাদের গৃহীত সংস্কৃতির সাথে সংমিশ্রণ ঘটিয়ে অনন্য এবং বহুমুখী পরিচয় লাভের প্রেক্ষাপট গঠন করে।

২. সাংস্কৃতিক সমজাতকরণ বনাম প্রতিরোধ: বিশ্বায়ন সাংস্কৃতিক সমজাতকরণের দিকে পরিচালিত করতে পারে, যেখানে প্রভাবশালী সাংস্কৃতিক নিয়ম এবং মূল্যবোধ স্থানীয় সাংস্কৃতিক পরিচয় কে ছাপিয়ে যায়। আবার এটি প্রতিরোধ এবং সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবন প্রচেষ্টাকেও অনুপ্রাণিত করে। কারণ সম্প্রদায়গুলি বিশ্বায়নের সংখ্যাগরিষ্ঠ চাপের মুখে ও নিজের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ করতে উদ্যোগী হয়। যেমন, বিশ্বজুড়ে আদিবাসী সম্প্রদায়গুলি নিজদের ঐতিহ্যগত ভাষা, রীতিনীতি এবং অনুশীলনমূলক অনুষ্ঠানের পুনরুদ্ধার করার জন্য; সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনের উদ্যোগের প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছে।

৩. বৈশ্বিক সম্পৃক্ততার ধারণা গঠন: বিশ্বায়ন, ব্যক্তি এবং সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যগত ধারণাকে প্রতিকূলতার সম্মুখীন করে তোলে। কারণ সাধারণ মানুষ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক এবং ভার্চুয়াল সম্প্রদায়গুলির সাথে জড়িত থাকে যা ভৌগোলিক সীমার ঊর্ধ্বে। এটি একই সাথে একাধিক সম্প্রদায়ের সাথে যুক্ত হওয়ার অনুভূতি প্রদান করে।

- **ঐতিহ্যগত প্রথার অনুশীলনে প্রভাব (Impact on Traditional Practices and Customs):**

বিশ্বায়ন ঐতিহ্যগত প্রথা এবং রীতিনীতির ওপর একটি উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে, আধুনিক বিশ্বে কিভাবে সেগুলিকে উপলব্ধি করা যায় বা সংরক্ষণ করা হয়, তার প্রত্যেক ক্ষেত্রকে বিশ্বায়ন প্রভাবিত করে।

১. সাংস্কৃতিক অবক্ষয়: বিশ্বায়ন ঐতিহ্যগত প্রথার অবক্ষয় ঘটাতে সক্ষম, কারণ সমাজগুলি আরও আধুনিক এবং পাশ্চাত্যায়িত জীবনধারাকে গ্রহণ করে চলেছে। অনেক দেশে এমন কি ভারতবর্ষেও তরুণ প্রজন্মের, দেশীয় ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের ঝোঁক, প্রতিনিয়ত কমছে এবং তার পরিবর্তে বিশ্বের জনপ্রিয় সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করার প্রবণতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২. সংস্কৃতির পন্যায়ন: বিশ্বায়ন প্রায়শই ঐতিহ্যগত প্রথা এবং রীতিনীতিগুলি বাণিজ্যিকীকরনের দিকে নিয়ে যায় যা পর্যটন, বিনোদন বা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে বাজারজাত পণ্যে পরিণত হয়, ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্প, নৃত্য এবং উৎসবগুলির বাণিজ্যিকীকরণ করা হচ্ছে এবং পর্যটকদের আকর্ষণ হিসাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে ফলস্বরূপ সেই নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর আসল সাংস্কৃতিক তাৎপর্য হারিয়ে যায়।

৩. সংস্কৃতি সংরক্ষণের প্রচেষ্টা: বিশ্বায়ন, সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের সমস্যার প্রতিক্রিয়ায়, ঐতিহ্যবাহী প্রথা এবং রীতিনীতি সংরক্ষণ ও পুনরুজ্জীবিত করার প্রচেষ্টাও করে। যেমন, ভারতীয় খাদি শিল্পের পুনরুজ্জীবনে বা বর্তমানে প্রায় লুপ্তপ্রায় পুরুলিয়ার ছৌ নাচের পুনরুজ্জীবনে ভারত সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি ও উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

৪. সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ: কিছু জনসম্প্রদায় ঐতিহ্যবাহী প্রথা এবং রীতি-নীতির ওপর বিশ্বায়নের প্রভাব কে প্রতিরোধ করে এবং তাদের নিজ কৃষ্টি, সংস্কৃতিকে সাংস্কৃতিক পরিচয়ের অপরিহার্য উপাদান হিসাবে দেখে। যেমন ভারতীয় বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায় গুলি বিশ্বায়নের সমজাতকরণ শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধের জন্য নিজ উদ্যোগ ও সরকারি আইনের দ্বারা ভূমি, ভাষা, সাংস্কৃতিক, ঐতিহ্য অনুশীলন এবং তার উপর তাদের অধিকার বজায় করতে সমর্থ হয়েছে।

৫. বিশ্বব্যাপী সচেতনতা এবং সাংস্কৃতিক বিনিময়: ইতিবাচক দিক থেকে বিশ্বায়ন সাংস্কৃতিক বিনিময় এবং আন্তঃসাংস্কৃতিক সংযোগের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী সচেতনতা, ঐতিহ্যবাহী প্রথা এবং রীতি-নীতির ধারাবাহিকতার উপলব্ধি বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক উৎসব, প্রদর্শনী এবং সাংস্কৃতিক বিনিময়ের জন্য সারা বিশ্বের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য প্রদর্শন এবং উদযাপনের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গৃহীত হয়, বর্তমানে যেমন ইউনেস্কোর হেরিটেজ কালচার মনোনীত হওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপূজা কার্নিভাল।

বিশ্বায়ন এবং সামাজিক বৈষম্য (Globalization and Social Inequality):

অর্থনৈতিক নীতি, শাসন কাঠামো এবং দেশের মধ্যে সামাজিক গতিশীলতার কারণে বিশ্বায়ন সামাজিক বৈষম্যকে আরো বৃদ্ধি করেছে।

১. অর্থনৈতিক বৈষম্যের তীব্রতা: বিশ্বায়ন কিছু ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীর হাতে সম্পদ এবং ক্ষমতা কুক্ষিগত করার দিকে পরিচালিত করেছে । দেশের অভ্যন্তরে ধনী এবং দরিদ্রদের মধ্যে অর্থের ব্যবধান কে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করছে। বহুজাতিক সংস্থাগুলি উন্নয়নশীল দেশগুলিতে অধিক মুনাফা অর্জনের জন্য স্বল্প মূল্য শ্রমিক নিয়োগ করে, ফলস্বরূপ অন্তর্দেশীয় বৈষম্যের তীব্রতা ক্রমান্বয়ে বর্ধিত হচ্ছে।

২. শ্রমজাত বাজারের গতিশীলতা: বিশ্বায়ন শ্রমের বাজারকে নতুন আকার দিয়েছে, ফলে প্রথাগত শিল্প ক্ষেত্রে চাকুরী হারানো এবং অনিশ্চিত কর্মসংস্থানের উদ্ভব ঘটছে। শিল্প উৎপাদনের কাজে যুক্ত ব্যাক্তিবর্গ কে ক্রমাগত বেকারত্বের দিকে পরিচালিত করেছে। অবশ্য অন্যদিকে কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ তৈরি হচ্ছে,

কিন্তু এই নতুন চাকুরি গুলি অপেক্ষাকৃত কম মজুরি সম্পন্ন, যা চাকুরির নিরাপত্তা এবং সামাজিক বৈষম্যকে বাড়িয়ে তুলছে ।

৩. পরিবেশগত অবিচার: বিশ্বায়ন প্রায়শই পরিবেশগত অবনতি এবং সম্পদ সুষম বন্টনের অভাবে অসমভাবে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করছে এবং সামাজিক বৈষম্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বহুজাতিক সংস্থা গুলি শিল্প সংস্থা থেকে অধিক লাভের উদ্দেশ্যে পরিবেশের তোয়াক্কা না করেই, বিপুল দ্রব্য উৎপাদন করে চলেছে। অনেক ক্ষেত্রেই এই শিল্প সংস্থাগুলি যথেচ্ছ ভাবে প্রাকৃতিক সম্পদ উত্তোলনের ফলে প্রাকৃতিক সমতা বিঘ্নিত হয়, যার প্রভাব সুদূর প্রসারী।

৪. তথ্য ও প্রযুক্তির অবাধ প্রবেশাধিকার: বিশ্বায়নের ফলে বিশ্বের অধিকাংশ ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির প্রবেশাধিকার ও ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় বর্তমানে সমাজ নতুন প্রযুক্তি নির্ভর পথে পরিচালিত, যা সামগ্রিকভাবে সামাজিক বৈষম্যের দিকে সমাজকে পরিচালিত করছে। কারণ প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সাশ্রয়ী মূল্যের ইন্টারনেট সংযোগ এবং ইন্টারনেট সংযোগকারী যন্ত্রাংশ গুলির ক্রয় ক্ষমতা না থাকায় বা তাদের পরিচালন দক্ষতা যথাযথ না থাকায়; তাদের শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও নাগরিক অংশগ্রহণের সুযোগ সীমিত হয়ে যাচ্ছে এবং সামাজিক পশ্চাৎপরতা তীব্র আকার ধারণ করছে ।

<u>প্রতিরোধ ও সাংস্কৃতিক পুনর্জীবন আন্দোলন (Resistance and Cultural Revitalization Movement):</u>

বিশ্বায়ন সাংস্কৃতিক সহজাতকরণ প্রভাবের প্রতিরোধ এবং সাংস্কৃতিক পুনর্জীবনমূলক আন্দোলনকে উৎসাহিত করছে। কারণ প্রাচীন সম্প্রদায়গুলি বিশ্বায়নের চাপের মুখে তাদের সাংস্কৃতিক রীতি সংরক্ষণ এবং পুনরুদ্ধার করতে সচেষ্ট ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম গড়ে চলেছে।

- **প্রতিরোধের সুবিধা:**

১. আন্তর্জাতিক সংহতি: বিশ্বায়ন, তৃণমূল স্তরে আন্দোলনের মধ্যে ট্রান্স-ন্যাশনাল নেটওয়ার্ক এবং জোটবদ্ধ করন প্রক্রিয়াকে সহজতর করে তুলেছে। তাদের পরস্পরের অভিজ্ঞতা, সম্পদ এবং প্রতিরোধের কৌশল গুলি সমন্বয় করে নেওয়ার পদ্ধতি সহজতর হয়ে উঠেছে। বিশ্বব্যাপী আদিবাসী অধিকার আন্দোলন, বিশ্বজুড়ে আদিবাসীদের অধিকার এবং সার্বভৌমত্বের পক্ষে সমর্থন আদায় করার জন্য একত্রিত ও ঐক্যবদ্ধ করছে।

২. প্রতিরোধ হিসাবে সাংস্কৃতিক সংকরকরণ: কিছু সম্প্রদায় মিশ্র বা হাইব্রিড সাংস্কৃতিক পরিচয় কে আলিঙ্গন করে কিন্তু সামগ্রিক প্রভাব কে প্রতিরোধ করে সমসাময়িক উপাদানগুলির সাথে ঐতিহ্যগত অনুশীলনগুলিকে মিশ্রিত করে একটি মিশ্র সংস্কৃতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। যেমন, সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ এবং আত্মপ্রকাশের একটি রূপ হিসেবে হিপ-হপ সংস্কৃতি বিশ্বব্যাপী প্রান্তিক সম্প্রদায়ের দ্বারা গৃহীত হয়েছে।

- **সংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবন আন্দোলন:**

১. ঐতিহ্যগত জ্ঞান সংরক্ষণ: বিশ্বায়নের চাপে প্রতিরোধের মুখে ঐতিহ্যবাহী জ্ঞান, ভাষা এবং সাংস্কৃতিক রীতিনীতিকে সংরক্ষণ ও পুনরুজ্জীবিত করার প্রচেষ্টাকে ত্বরান্বিত করছে বিভিন্ন সংস্কৃতি সম্পন্ন সামাজিক অভিবাসী বৃন্দ। আদিবাসী সম্প্রদায়গুলি তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যগুলি তরুণ প্রজন্মের কাছে সঞ্চারিত করার জন্য ভাষা, বিভিন্ন কর্মসূচি এবং সাংস্কৃতিক শিক্ষার উদ্যোগ ও ঐতিহ্যবাহী শিল্পকর্ম পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পুনর্জীবিত করছে।

২. সাংস্কৃতিক উৎসব এবং উদযাপন: উৎসব সাংস্কৃতিক সম্পর্কের বিনিময় ও ঐতিহ্য, পর্যটনের মাধ্যমে বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পারস্পরিক বিনিময় এবং উদযাপনকে সহজতর করেছে এই বিশ্বায়ন। ভারতবর্ষের দীপাবলি, বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুজোর কার্নিভাল - এর মতো উৎসব গুলি সারা বিশ্বের পর্যটকদের আকর্ষণ করে এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রদর্শন এবং সংরক্ষণের প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করে।

নীতির প্রভাব (Policy Implication):

বিশ্বায়নের উপর বিভিন্ন গৃহীত নীতির প্রভাব গুলি পরিচালনা, এর সুবিধা গুলি সর্বাধিক করা এবং এর নেতিবাচক পরিণতিগুলিকে প্রশমিত করাই নীতি প্রণয়নের মূল লক্ষ্য।

১. বাণিজ্য নীতি: সরকার প্রায়শই নির্দিষ্ট সীমানা জুড়ে পণ্য পরিষেবা এবং বিনিয়োগের প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করতে বাণিজ্য নীতি গুলি প্রয়োগ করে থাকে। শুল্ক ও বাণিজ্য চুক্তি গুলি মূলত অবাধ বাণিজ্যকে উন্নীত করার জন্য ব্যবহার করা হয়। অনেক ক্ষেত্রেই যা দেশীয় শিল্পগুলিকে প্রতিকূল প্রতিযোগিতা থেকে রক্ষা করে। যেমন, উত্তর আমেরিকার NAFTA (নর্থ আমেরিকান ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট), TPP (ট্রান্সপ্যাসিফিক পার্টনারশিপ) এর লক্ষ্য ছিল সদস্য দেশ গুলির মধ্যে বাণিজ্যের উদারীকরণ।

২. শ্রমের মান ও ব্যবস্থাপনা: নীতি নির্ধারকেরা শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা করতে, ন্যায্যমজুরি নিশ্চিত করতে এবং কাজের অবস্থার উন্নতির জন্য শ্রমের মান ও ব্যবস্থাপনা প্রণয়ন করতে পারেন। শ্রমিকদের স্বার্থে, কাজের সময় নির্ধারণ, পেশাগত নিরাপত্তা, শিশু শ্রমিক ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করতে শ্রম আইন লঘুকরণ করতে পারেন।উপরন্তু শ্রমের প্রশিক্ষণ, কর্মশক্তি উন্নয়নের নীতিগুলি শ্রমিকদের বিশ্ব অর্থনীতির পরিবর্তিত চাহিদাগুলির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সাহায্য করতে পারে।

৩. আর্থিক ব্যবস্থাপনা: বিশ্বায়ন আর্থিক উদারীকরণ এবং আন্তঃসংযোগ বৃদ্ধির দিকে পরিচালিত করছে, বাজারগুলিকে আর্থিক অস্থিরতা এবং পদ্ধতিগত ঝুঁকির জন্য আরও সংবেদনশীল করে তুলছে, নীতি নির্ধারকেরা আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে, আর্থিক সংকট রোধ করতে এবং ভোগকারী ও বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষার জন্য আর্থিক নিয়ন্ত্রণ বাস্তবায়ন করতে পারেন।

৪. সামাজিক নীতি প্রণয়ন: সরকার সামাজিক বৈষম্য মোকাবিলা করতে সামাজিক সংহতি উন্নীত করতে এবং বিশ্বায়নের দ্বারা প্রভাবিত দুর্বল জনসমাজকে সমর্থন করার জন্য, সামাজিক নীতি গুলি বাস্তবায়ন করতে পারেন। সামাজিক নিরাপত্তা, কল্যাণমূলক কর্মসূচি এবং স্বাস্থ্য পরিষেবার মত বিষয়গুলি প্রদান করে, জনসমাজকে বিশ্বায়নের সমপযোগী করে তুলতে পারেন। আয় বৈষম্যের উপর বিশ্বায়নের নেতিবাচক প্রভাব প্রশমিত করার বিষয়টিও লক্ষ্য করা উচিত।

ভবিষ্যৎ প্রবণতা ও প্রতিকূলতা (Future Trends and Challenges):

বিশ্বায়নের নতুন কয়েকটি ভবিষ্যৎ প্রবণতা এবং প্রতিকূলতা আগামী বছরগুলিতে বিশ্ব অর্থনীতি, সমাজ এবং পরিবেশকে নতুন রূপ দিতে পারে।

১. বিশ্বায়নের ভবিষ্যৎ প্রবণতা গুলি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, অটোমেশন, ব্লকচেইন এবং বায়োটেকনোলজি সহ চলমান প্রযুক্তিগত অগ্রগতির দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হবে। এই প্রযুক্তি গুলি শিল্পে বিপ্লব ঘটাতে থাকবে, ফলস্বরূপ প্রথাগত ব্যবসায়িক মডেল গুলি ব্যহত হবে। বিশ্বব্যাপী অর্থনীতি ও সমাজের জন্য নতুন সুযোগ যেমন আসবে ঠিকই, তেমনই প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হবে।

২. জলবায়ুর পরিবর্তন এবং পরিবেশগত অবনতি বিশ্বায়নের জন্য বিরূপ প্রভাব তৈরি করবে। প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাপ্যতা এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতাকে প্রভাবিত করবে। বিশ্বায়নের ভবিষ্যৎ প্রবণতা গুলির জন্য পরিবেশগত স্থায়িত্ব, পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি-সম্পদ, কার্বন নিঃসরণ, ওজোন গ্যাসের হ্রাস ইত্যাদি বিষয়গুলিরও প্রভূত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাবে।

৩. বিশ্বায়নের ভবিষ্যৎ প্রবণতা ভূ রাজনৈতিক পরিবর্তন, ক্ষমতার কাঠামোগত পরিবর্তন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। ভারতবর্ষ, চীন, ব্রাজিল এর মতো ক্রমবর্ধমান শক্তিগুলি, পশ্চিমা শক্তি গুলির আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ করছে; ফলে বাণিজ্যের ধরন কূটনৈতিক জোট এবং বিশ্বব্যাপী শাসন কাঠামোর পরিবর্তন ঘটছে। যা পরবর্তী ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ককে নতুন রূপ দান করবে।

৪. অর্থনীতি এবং সমাজের ক্রমবর্ধমান ডিজিটাল রূপদান বিশ্বায়নকে সম্পূর্ন নতুন দিশায় রূপান্তরিত করবে। উদ্ভাবন, সহযোগিতা এবং অর্থনৈতিক বৃদ্ধির জন্য নতুন নতুন সুযোগ তৈরি করবে। সাইবার নিরাপত্তা, ডেটা গোপনীয়তা ইত্যাদি বিষয়গুলি, বিশ্বব্যাপী সংযোগ সাধনের ক্ষেত্রে প্রতিকূলতাও তৈরি করছে। ডিজিটাল

বিশ্বায়নের সুযোগ থেকে সকলে যাতে উপকৃত হতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৫. সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যকে মোকাবিলা করা, ভবিষ্যতের বিশ্বায়ন প্রবণতার জন্য প্রতিকূল পরিস্থিতি তৈরি করবে। যদিও বিশ্বায়ন, বিশ্বের অনেক অংশে উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং দারিদ্রতা হ্রাসের দিকে পরিচালিত করছে। বিশ্বায়নের ভবিষ্যৎ প্রবণতা গুলির জন্য সামাজিক সুরক্ষা এবং সমাজের সকল সদস্যের জন্য সুযোগের ন্যায় সঙ্গত প্রয়োজনীয়তাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। প্রগতিশীল কর ব্যবস্থা, সর্বজনীন মৌলিক আয়, উন্নত জীবনযাত্রা, শিক্ষার প্রসার নীতি বৈষম্য হ্রাস করতে এবং সমগ্র বিশ্বে সামাজিক গতিশীলতাকে উন্নীত করতে সাহায্য করবে।

এই প্রতিকূলতার কার্যকরী ভাবে সমাপতন করার জন্য আঞ্চলিক স্তরে, জাতীয় স্তরে এবং আন্তর্জাতিক স্তরে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে; যাতে বিশ্বায়ন সমস্ত ব্যক্তি, গোষ্ঠী তথা সম্প্রদায়ের জন্য সর্বজনীন হয়।

উপসংহার (Conclusion):

সামগ্রিক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, সমাজ ও সংস্কৃতির উপর বিশ্বায়নের প্রভাব বহুমুখী। যদিও বিশ্বায়নের প্রভাবে সামাজিক পারস্পরিক আন্তঃসংযোগ, সংস্কৃতির বিনিময় ও অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে; কিন্তু সেই সঙ্গে সাংস্কৃতিক সমজাতকরণ, সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ, প্রকৃতির দ্বারা সামাজিক ঐতিহ্যের অবলুপ্তি তথা সাংস্কৃতিক পরিচয়লোপ এবং আর্থসামাজিক বৈষম্যের পথ প্রশস্ত করে সামাজিক উদ্বেগ বা বিতর্কেরও সূচনা ঘটিয়েছে।

পরিশেষে আমরা একথা বলতে পারি একটি দেশ বা রাষ্ট্রের পরিপ্রেক্ষিতে, তার আর্থসামাজিক অবস্থান, প্রযুক্তিগত বিকাশ এবং সরকারি বিভিন্ন নীতির উপর নির্ভর করে বিশ্বায়নের প্রভাবে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সাধিত হয়। বিশ্বায়নের দ্বারা উত্থাপিত সুযোগ ও সমস্যা উভয়কেই স্বীকৃতি দিয়ে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় সংস্কৃতির উপর বিশ্বায়নের গ্রহণযোগ্যতাকে কাজে লাগিয়ে এবং সমস্যা সমাধানকল্পে এগিয়ে গেলে তা সামগ্রিকভাবে দেশের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মঙ্গলজনক হয়ে উঠবে।

Reference:

1. Chinnammai, S. (2005). Effects of globalization on education and culture. Paper presented at the ICDE International Conference, New Delhi, November 2005.
2. Fernandes, L. (2000). Nationalizing 'the global': Media images, cultural politics and the middle class in India. Media, Culture & Society, 22(5). https://doi.org/10.1177/016344300022005005
3. Derne, S. (2005). The (limited) effect of cultural globalization in India: Implications for culture theory. ScienceDirect, 33(1), 33-47.
4. Steger, M. B., & Wilson, E. (2023). Globalization: A Very Short Introduction (5th ed.). Oxford University Press.
5. Kesri, M. (2021). Effect of Globalization on Our Society. IJARIIE, 7(1). ISSN(O)-2395-4396.
6. মাসুদুজ্জামান, ও ফেরদৌস হোসেন. (২০১২). বিশ্বায়ন: সংকট ও সম্ভাবনা. মাওলা ব্রাদার্স।
7. চ্যাটার্জী, মি., মেটে, জ., ও সরকার, শা. (২০২৩). শিক্ষাশ্রয়ী সমাজতত্ত্ব. রীতা পাবলিকেশন।
8. চক্রবর্তী, সো. (২০১৪). শিক্ষার সমাজ বৈজ্ঞানিক ভিত্তি. শোভা প্রকাশনা।
9. Mishra, S., & Nayak, P. (2006). Socio-economic dimensions of globalization in India. Journal of Managerial Economics, 5(1), 63-80.
10. Chartered Commerce. Globalization: The Backbone. Retrieved from https://charteredcommerce.org/globalisation-the-backbone/

11. On The Gas. The Globalization of Mexican Food. Retrieved from https://onthegas.org/food/the-globalization-of-mexican-food/
12. Counter Currents. (2021, November). Is Globalization Leading to a Homogenized Global Culture? Retrieved from https://countercurrents.org/2021/11/is-globalization-leading-to-a-homogenized-global-culture/